#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত
EDITORIAL EXPLAINED
for
IAS মেইনস পরীক্ষা

15th Jun to 20th Jun 2026

RICE IAS

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**
    1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা 01
        1.1.1. ভারতে নিবর্তনমূলক আটক: রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য 01
        1.1.2. পথে চলাচলের অধিকার: ভারতে পথচারীদের অধিকার ও নগর চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের শক্তিশালীকরণ 04
        1.1.3. লপসাইডেড সলিউশন: ভারতে শক্তিশালী ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা 07

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **12**
    2.1. অর্থনীতি 12
        2.1.1. আরবিআই এবং এর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ভূমিকা 12
    2.2. পরিবেশ 16
        2.2.1. কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়: দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েই ভারত তার বনভূমি রক্ষা করতে পারে 16

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

RICEIAS.COM | +91 8100819447 | Follow us on:

Sealdah, Kolkata | **Old Rajinder Nagar, New Delhi** | **At Adamas University**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ভারতে নিবর্তনমূলক আটক : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য

প্রেক্ষাপট (Context)

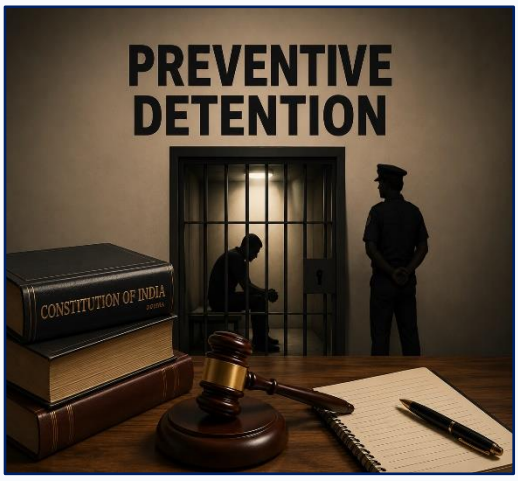

- চন্দর পাল সিং (Chander Pal Singh) মামলায়, এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Allahabad High Court) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা নিবর্তনমূলক আটক আইনের নিয়মিত এবং নির্বিচার ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরেছে।
- আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে মে 2025 থেকে এপ্রিল 2026-এর মধ্যে, গাজিয়াবাদে ছোটখাটো বিবাদের জেরে প্রায় 2,500 জন ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটকের শিকার হতে হয়েছিল, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার একটি **"অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন" (highly irresponsible)** কাজ।

ভূমিকা (Introduction)

- রাষ্ট্র-নির্দেশিত কারাবাসকে দুটি স্বতন্ত্র আইনি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে: **শাস্তিমূলক আটক (punitive detention)**, যা আদালতের বিচার এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে শাস্তি হিসাবে কাজ করে, এবং **নিবর্তনমূলক আটক (preventive detention)**, যা বিচার ছাড়াই আগাম কারাবাস। ঔপনিবেশিক আমলের আইন যেমন বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশন (1818) এবং ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (1915) থেকে উদ্ভূত, নিবর্তনমূলক আটকের একমাত্র উদ্দেশ্য অতীতের অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া নয়, বরং কোনও ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের অপরাধ করা বা সমাজকে বিপন্ন করা থেকে সক্রিয়ভাবে বিরত করা।

সাংবিধানিক কাঠামো এবং আইনি গতিশীলতা (Constitutional Framework and Legal Dynamics)

1. **ধারা 22-এর অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ (Constitutional Safeguards under Article 22)**
   - **পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা (Procedural Limitations):** রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময় ধরে নিবর্তনমূলক হেফাজতে রাখতে পারে না যদি না কোনও **উপদেষ্টা বোর্ড (Advisory Board)**—যাতে হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন—মেয়াদ বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত কারণ খুঁজে পান।
   - **প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Right to Representation):** আটককারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব আটকের কারণগুলো জানাতে হবে (যদি না তথ্য গোপন রাখা জনস্বার্থের অনুকূল হয়) এবং আটক ব্যক্তিকে আদেশের বিরুদ্ধে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার প্রদান করতে হবে।
2. **আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার (Legislative Jurisdiction - Seventh Schedule)**
   - **ইউনিয়ন তালিকা (Union List - Entry 9):** প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক, অথবা ভারতের নিরাপত্তার বিষয়ে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়নের **একচেটিয়া ক্ষমতা (exclusive power)** সংসদের (Parliament) রয়েছে।
   - **যৌথ ও রাজ্য তালিকা (Concurrent & State Lists):** সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা উভয়ই জনশৃঙ্খলা (public order) বজায় রাখা এবং প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়িক সরবরাহ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারে।
3. **এক্তিয়ারের বিভাজন: আইন ও শৃঙ্খলা বনাম জনশৃঙ্খলা (The Jurisdictional Divide: Law & Order vs. Public Order)**

- **ধারণাগত পার্থক্য (Conceptual Distinction):** সুপ্রিম কোর্ট (রাম মনোহর লোহিয়া মামলা, 1965) এই দুটিকে স্পষ্টভাবে আলাদা করেছে। **'আইন ও শৃঙ্খলা' (Law and order)**-র মধ্যে স্থানীয় বিবাদগুলো অন্তর্ভুক্ত যা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সাধারণ ফৌজদারি আইন দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব। **'জনশৃঙ্খলা' (Public order)**-র মধ্যে এমন গুরুতর ব্যাঘাত অন্তর্ভুক্ত যা বৃহত্তর সম্প্রদায় বা জাতিকে প্রভাবিত করে।
- **আটকের বৈধতা (Detention Validity):** সাধারণ 'আইন ও শৃঙ্খলা' জনিত ঝামেলা সামাল দেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পথ (shortcut) হিসাবে ব্যবহার করা হলে নিবর্তনমূলক আটক আইনিভাবে অবৈধ বলে গণ্য হয়।

4. **নিবর্তনমূলক আটক বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court on Preventive Detention)** শীর্ষ আদালত যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি (administrative overreach) রোধ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করেছে:
   - **আমিনা বেগম মামলা (Ameena Begum Case, 2023):** আদালত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে নিবর্তনমূলক আটক একটি **ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা (exceptional measure)** যা কঠোরভাবে কেবল জরুরি পরিস্থিতির জন্য উদ্দিষ্ট এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক এর নিয়মিত প্রয়োগ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে।
   - **অনুকূল চন্দ্র প্রধান মামলা (Ankul Chandra Pradhan Case, 1997):** বেঞ্চ জোর দিয়ে বলেছে যে নিবর্তনমূলক আটকের মৌলিক উদ্দেশ্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষতি রোধ করা, এটিকে **বিচারবহির্ভূত শাস্তি (extrajudicial punishment)** আরোপের প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
   - **রাম মনোহর লোহিয়া মামলা (Ram Manohar Lohia Case, 1965):** আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি সীমানা নির্ধারণ করেছে, এই বলে যে সাধারণ 'আইন ও শৃঙ্খলা' সংক্রান্ত সমস্যাগুলো (যা কেবল কয়েকজনকে প্রভাবিত করে) নিবর্তনমূলক আটককে সমর্থন করতে পারে না। এটি কেবল সেই গুরুতর 'জনশৃঙ্খলা' (public order) হুমকির ক্ষেত্রেই সাংবিধানিকভাবে বৈধ যা বৃহত্তর সম্প্রদায় বা জাতিকে ব্যাহত করে।

তাৎপর্য (Significance)

1. **আর্থিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে (Establishes Financial Accountability):** বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকাগুলি বেআইনি আটকের জন্য ক্ষতিপূরণ সরাসরি ত্রুটিযুক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (executive magistrates) বা পুলিশ কর্মকর্তাদের বেতন থেকে আদায় করার অনুমতি দিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক (deterrent) প্রবর্তন করে।
2. **প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি হ্রাস করে (Curtails Administrative Overreach):** স্থানীয় প্রশাসনকে ছোটখাটো পাড়ার, সম্পত্তির, বা স্থানীয় বিবাদকে এমন বিষয়ে পরিণত করতে বাধা দেয় যার জন্য আগাম কারাবাস (anticipatory incarceration) প্রয়োজন।
3. **গণতান্ত্রিক ভিন্নমত রক্ষা করে (Safeguards Democratic Dissent):** কঠোর নিরাপত্তা আইনের অধীনে কর্মী, শ্রমিক এবং প্রতিবাদকারীদের নির্বিচারে জেলে ঢোকাতে "শান্তি বজায় রাখা" (maintaining peace)-র অসিলাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সমালোচনা করে।
4. **নির্বাহীর যৌক্তিকতা প্রয়োগ করে (Enforces Executive Justification):** অস্পষ্ট "সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা" (communal tensions) উল্লেখ করার পরিবর্তে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তাদের সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনিভাবে যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে বাধ্য করে, যা প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা (administrative opacity) দূর করে।
5. **আপিল তদারকি শক্তিশালী করে (Strengthens Appellate Oversight):** ক্ষতিপূরণের কাঠামো এবং আটকের কারণগুলো যাতে ধারাবাহিকভাবে কঠোর, স্বাধীন **বিচারবিভাগীয় মূল্যায়নের (judicial evaluation)** সম্মুখীন হয় তা নিশ্চিত করে।

চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges)

1. **গণতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব (The Democratic Contradiction):** ভারত একটি প্রধান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে অনন্য যেখানে শান্তিকালীন সময়ে নিবর্তনমূলক আটককে একটি অবিচ্ছেদ্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হিসাবে ধরে রাখা হয়েছে, যা অন্তর্নিহিতভাবে নিরঙ্কুশ **নাগরিক স্বাধীনতার (civil liberties)** সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
2. **ইচ্ছাকৃত কাঠামোগত অস্পষ্টতা (Deliberate Structural Ambiguity):** নির্বিচার গ্রেপ্তারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায়শই স্থানীয় "আইন ও শৃঙ্খলা" এবং বৃহত্তর "জনশৃঙ্খলা"-এর মধ্যবর্তী তাত্ত্বিক রেখাটিকে কাজে লাগায়।
3. **অসাধারণ আইনের অপব্যবহার (Misuse of Extraordinary Statutes):** ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (NSA) এবং পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট (PSA)-এর মতো আইনগুলোকে সাধারণ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার **পদ্ধতিগত সুরক্ষাকবচগুলোকে (procedural safeguards)** এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
4. **শাস্তি প্রদানে নির্বাহীর অনীহা (Executive Reluctance to Penalize):** রাষ্ট্রযন্ত্র তার নিজস্ব পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক শুনানি (disciplinary hearings) শুরু করতে বা আর্থিকভাবে জরিমানা করতে গভীরভাবে প্রতিরোধী থাকে।
5. **ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া (Compromised Magisterial Independence):** নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা রাজ্য প্রশাসনের অংশ হিসেবে থাকেন; তাদের কর্মজীবনের গতিপথ প্রায়শই রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'শান্তি' বজায় রাখার উপর নির্ভর করে, যা **নিরপেক্ষতার (impartiality)** সাথে আপস করে।

সামনের পথ (Way Forward)

1. **NCRWC-এর নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন (Implement NCRWC Directives):** ধারা 22-এর অধীনে আটকের সর্বোচ্চ মেয়াদ ছয় মাসে সীমাবদ্ধ করার জন্য সংবিধানের কাজ পর্যালোচনা করার জাতীয় কমিশনের (NCRWC) সুপারিশ প্রয়োগ করা উচিত।
2. **উপদেষ্টা বোর্ডগুলির পুনর্গঠন (Restructure Advisory Boards):** সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে উপদেষ্টা বোর্ডগুলিতে একচেটিয়াভাবে একজন চেয়ারম্যান এবং দুজন কর্মরত হাইকোর্টের বিচারপতি থাকার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।
3. **রাজ্যভিত্তিক কঠোর SOP প্রণয়ন (Formulate Strict State SOPs):** রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই সুস্পষ্ট **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedures)** জারি করতে হবে, যেখানে এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার আগে প্রয়োজনীয় সঠিক প্রমাণের সীমা এবং হুমকির মূল্যায়নের বিবরণ থাকবে।
4. **স্থানীয়ভাবে নির্বাহী কার্যাবলীর পৃথকীকরণ (Separate Executive Functions Locally):** হুমকির রিপোর্ট তৈরি করা স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থা এবং সেগুলোর বিচার করা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে একটি কঠোর **কার্যকরী ফায়ারওয়াল (functional firewall)** তৈরি করতে হবে।
5. **আর্থিক প্রতিরোধ আরোপ (Impose Financial Deterrence):** যে সমস্ত কর্মকর্তা নির্লজ্জভাবে বেআইনি আটকের অনুমোদন দেয় তাদের বেতন কাটার বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকাকে পদ্ধতিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।
6. **ডেটা স্বচ্ছতা বাধ্যতামূলক করা (Mandate Data Transparency):** সংসদীয় তদারকি সক্ষম করার জন্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB)-কে নিবর্তনমূলক আটক এবং উপদেষ্টা বোর্ডের নিশ্চিতকরণের সফলতার হারের বিষয়ে জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion) নিবর্তনমূলক আটক হল একটি ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার যা জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি অসাধারণ প্রয়োজনীয়তা হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাইহোক, একটি নিয়মিত পুলিশি শর্টকাট (routine policing shortcut) হিসেবে এর ক্রমান্বয়ে অবনতি একটি মারাত্মক **গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণকে (democratic regression)** নির্দেশ করে। 21 নম্বর ধারার (Article 21) পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য নির্বাহীকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে নিবর্তনমূলক

আটককে কঠোরভাবে শুধুমাত্র প্রকৃত ও গুরুতর জরুরি পরিস্থিতির জন্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার আবশ্যকতা এবং নাগরিকের **অলঙ্ঘনীয় অধিকারের (inviolable rights)** মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

Q. "The routine application of preventive detention laws in peacetime is increasingly viewed as a threat to personal liberty. Evaluate the constitutional safeguards and judicial pronouncements designed to prevent its misuse." 15 Marks

1.1.2. পথে চলাচলের অধিকার: ভারতে পথচারীদের অধিকার ও নগর চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের শক্তিশালীকরণ

সংবাদে কেন?

সুপ্রিম কোর্ট একটি সাম্প্রতিক রায়ে পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, নিরাপদ এবং বাধামুক্ত ফুটপাথে হাঁটার অধিকার সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে একটি মৌলিক অধিকার। এই পর্যবেক্ষণটি করা হয়েছিল কর্ণাটকে একটি ট্যাঙ্কার লরির ধাক্কায় নিহত পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময়।

ভূমিকা

ভারতীয় শহরগুলি ক্রমশ যানবাহন-কেন্দ্রিক (vehicle-centric) হয়ে উঠছে, যার ফলে পথচারীরা প্রায়ই অনিরাপদ এবং চলাচলের জন্য অসুবিধাজনক রাস্তাগুলিতে সমস্যার সম্মুখীন হন। হাঁটার অধিকারকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের (অনুচ্ছেদ ২১) একটি সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়েছে যে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোটরচালিত পরিবহনের পাশাপাশি পথচারীদের নিরাপত্তা এবং সহজ চলাচলের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পথচারীদের অধিকারের গুরুত্ব

১. সাংবিধানিক গুরুত্ব

- নিরাপদভাবে হাঁটার অধিকার সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত, যা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করে।
- সহজে ব্যবহারযোগ্য জনসাধারণের স্থান (Public Spaces) মৌলিক অধিকারগুলির সমানভাবে উপভোগ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. সামাজিক গুরুত্ব

- হাঁটা এখনও জনসংখ্যার একটি বড় অংশের, বিশেষত দরিদ্র, প্রবীণ, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে।
- নিরাপদ ফুটপাত অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর চলাচল ব্যবস্থা (Inclusive Urban Mobility) গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- হাঁটার উপযোগী শহর ব্যক্তিগত যানবাহনের উপর নির্ভরতা কমায়, যার ফলে যাতায়াতের খরচ হ্রাস পায়।
- উন্নত পথচারী অবকাঠামো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক সুযোগগুলিতে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

৪. পরিবেশগত গুরুত্ব

- অ-মোটরচালিত পরিবহন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
- **যানজট, জ্বালানি খরচ এবং শহুরে দূষণ কমাতে সাহায্য করে।**

৫. জনস্বাস্থ্যগত গুরুত্ব

- শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনকে উৎসাহিত করে।
- কম শারীরিক সক্রিয়তাপূর্ণ জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনধারাজনিত রোগ কমাতে সাহায্য করে।

সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ

১. হাঁটা ক্রমশ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে

- দ্রুত মোটরায়নের ফলে রাস্তাগুলি যানবাহন-প্রধান (vehicle-dominated) স্থানে পরিণত হয়েছে।
- পথচারীদের প্রায়শই জনসাধারণের রাস্তার বৈধ ব্যবহারকারী হিসেবে নয়, বরং প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. ফুটপাত একটি অপরিহার্য জনপরিকাঠামো

- ফুটপাত ও হাঁটার পথের ওপর পথচারীদের বৈধ অধিকার রয়েছে।
- চলাচলের অধিকার কার্যকরভাবে ভোগ করার জন্য নিরাপদ হাঁটার স্থান অপরিহার্য।

৩. রাষ্ট্রের দায়িত্ব

- সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির দায়িত্ব হলো নিরাপদ ও সহজে ব্যবহারযোগ্য পথচারী অবকাঠামো গড়ে তোলা ও বজায় রাখা।
- শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রতিরোধমূলক নগর পরিকল্পনার বিকল্প হতে পারে না।

ভারতে পথচারীদের সম্মুখে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অবিচ্ছিন্ন ফুটপাতের অভাব

- অনেক শহরে পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট চলাচলের পথের অভাব রয়েছে।
- বিদ্যমান ফুটপাতগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্ন এবং অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়।

২. জনসাধারণের স্থান দখল

- ফুটপাত প্রায়ই পার্ক করা যানবাহন, বিভিন্ন পরিষেবা কাঠামো, হকার এবং নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা দখল হয়ে থাকে।
- এর ফলে পথচারীরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় হাঁটেন, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

৩. যানবাহন-কেন্দ্রিক নগর পরিকল্পনা

- নগর অবকাঠামোতে পথচারীদের নিরাপত্তার তুলনায় রাস্তা সম্প্রসারণ এবং যানবাহন চলাচলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **হাঁটার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং গুরুত্ব পায় না।**

৪. বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রক কাঠামো

- ভারতে পথচারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য কোনো সমন্বিত জাতীয় আইন নেই।
- দায়িত্বগুলি বিভিন্ন পৌর আইন, পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিয়ম এবং নগর নির্দেশিকার মধ্যে বিভক্ত রয়েছে।

৫. দুর্বল নগর প্রশাসন

- রাস্তা নকশার নিয়মগুলির দুর্বল প্রয়োগ এবং পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।
- **পৌর সংস্থাগুলির প্রায়শই প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং আর্থিক সক্ষমতার অভাব থাকে।**

৬. সড়ক নিরাপত্তার সমস্যা

- অতিরিক্ত গতি, অনিরাপদ রাস্তা পারাপার ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কারণে পথচারী মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে।
- ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলি (যেমন শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) অসমভাবে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

হাঁটার অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অনানুষ্ঠানিক জীবিকার সঙ্গে সংঘাত

- ফুটপাত প্রায়ই পথ বিক্রেতা (হকার) এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- কঠোরভাবে নিয়ম প্রয়োগ করলে পথচারীদের অধিকার এবং সংবিধানের ১৯(১)(g) অনুচ্ছেদের অধীনে জীবিকা অর্জনের অধিকারের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

২. দুর্বল আইন প্রয়োগের সংস্কৃতি

- বিদ্যমান নগর নিয়মকানুনগুলি প্রায়শই সঠিকভাবে কার্যকর করা হয় না।
- শুধুমাত্র আইনি স্বীকৃতি মানুষের আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে না।

৩. সীমিত আর্থিক সম্পদ

- নগর স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রায়শই পথচারী অবকাঠামোর তুলনায় রাস্তা সম্প্রসারণকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়।
- হাঁটার উপযোগী নগর ব্যবস্থা (Walkability) তৈরির জন্য নির্দিষ্ট অর্থায়ন এখনও অপর্যাপ্ত।

৪. জনসচেতনতার অভাব

- অনেক নাগরিক এবং গাড়িচালক পথচারীদের চলাচলের অগ্রাধিকার অধিকার (Right-of-Way) সম্পর্কিত নিয়ম সম্পর্কে সচেতন নন।
- নাগরিক সচেতনতার অভাব অনিরাপদ সড়ক আচরণের জন্য দায়ী।

অন্যান্য নীতি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

১. পথ বিক্রেতা আইন, ২০১৪

- শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তা কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারেনি।
- সমীক্ষা, ভেন্ডিং কমিটি গঠন এবং নির্দিষ্ট অঞ্চল নির্ধারণে (Zoning) বিলম্ব এখনও বিভিন্ন ধরনের সংঘাত সৃষ্টি করছে।

২. COTPA, ২০০৩ (ধূমপান বিরোধী বিধি)

- ধারাবাহিক সচেতনতা প্রচার এবং দৃশ্যমান আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন সফল হয়েছে।
- এটি দেখায় যে আইনি পদক্ষেপের সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা ও বার্তা প্রচারকে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. স্বচ্ছ ভারত অভিযান

- পর্যাপ্ত জনপরিকাঠামো ছাড়া শুধুমাত্র নাগরিকদের দায়িত্বের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয়।
- একইভাবে, পথচারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে ফুটপাত এবং উন্নত নগর নকশায় বিনিয়োগ করতে হবে।

ভবিষ্যৎ করণীয় / এগিয়ে যাওয়ার পথ

১. একটি সমন্বিত পথচারী অধিকার কাঠামো প্রণয়ন

- পথচারীদের প্রধান রাস্তা ব্যবহারকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় মানদণ্ড তৈরি করতে হবে।

২. **অবিচ্ছিন্ন ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ফুটপাত নির্মাণ**

- সকলের জন্য সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য।

৩. **'সম্পূর্ণ রাস্তা' (Complete Streets) পদ্ধতি গ্রহণ**

- শুধুমাত্র গাড়ির জন্য নয়, বরং পথচারী, সাইকেল আরোহী, গণপরিবহন এবং অন্যান্য যানবাহনের কথা বিবেচনা করে রাস্তার নকশা তৈরি করতে হবে।

৪. **নগর অবকাঠামোতে অর্থায়ন বৃদ্ধি**

- নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অধীনে পথচারী অবকাঠামোর জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৫. **পরিকল্পনার মাধ্যমে পথ বিক্রেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা**

- নির্দিষ্ট বিক্রয় অঞ্চল (Vending Zones) এবং যৌথ ব্যবহারের স্থান তৈরি করে পথ বিক্রেতা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. **সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা**

- রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সাইনেজ এবং পথচারীদের অগ্রাধিকার অধিকার সম্পর্কিত নিয়মের কার্যকর প্রয়োগ উন্নত করতে হবে।

৭. **আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা**

- পথচারীদের অধিকারকে সম্মান করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে জনসচেতনতা প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

উপসংহার

সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে হাঁটার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনকেন্দ্রিক শহর গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য উন্নত পথচারী অবকাঠামো, শক্তিশালী নগর প্রশাসন এবং নগর পরিকল্পনায় যানবাহনের পরিবর্তে মানুষের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

Q. The right to walk is an essential component of the Right to Life under Article 21. Discuss the challenges faced by pedestrians in Indian cities and suggest measures to create pedestrian-friendly urban spaces. 15 Marks

1.1.3. লপসাইডেড সলিউশন: ভারতে শক্তিশালী ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

কেন এটি খবরে রয়েছে? (Why in News?)

- কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক **ড্রাগস রুলস, 1945** সংশোধন করে **তফসিল K (Schedule K)** থেকে "সিরাপ" (syrup) শব্দটিকে বাদ দিয়েছে, যার ফলে কাশির সিরাপ এখন কেবল ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক ওষুধে পরিণত হয়েছে।
- বিদেশে ভারতীয় তৈরি দূষিত কাশির সিরাপ খাওয়ার কারণে ৩০০-রও বেশি শিশুর মৃত্যু, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ওষুধের গুণমান সংক্রান্ত সতর্কতা এবং ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকা (Introduction)

- বিশ্বজুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী হওয়ায় ভারতকে প্রায়শই **"বিশ্বের ফার্মেসি"** (Pharmacy of the World) বলা হয়। তবে, সম্প্রতি ভারতীয় তৈরি দূষিত কাশির সিরাপের সাথে যুক্ত মৃত্যুর ঘটনাগুলি ওষুধের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রক তদারকির ফাঁকফোকরগুলিকে উন্মোচিত করেছে। এটি কেবল ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) বিক্রি সীমিত করার বাইরে গিয়ে একটি শক্তিশালী ফার্মাসিউটিক্যাল শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

ভারতে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের গুরুত্ব (Significance of the Pharmaceutical Industry in India)

১. **অর্থনৈতিক গুরুত্ব** (Economic Significance)

- **জেনেরিক ওষুধের বৃহত্তম সরবরাহকারী:** ভারত সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধের বৈশ্বিক চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করে।
- **বৈশ্বিক জেনেরিক রপ্তানির ২০%:** পরিমাণের দিক থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী জেনেরিক ওষুধ রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অবদান রাখে।
- **রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** এই খাতটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং সমগ্র ভ্যালু চেইন জুড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

২. **জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব** (Public Health Significance)

- **বিশ্বব্যাপী সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা:** ভারত ২০০-রও বেশি দেশে সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ রপ্তানি করে, যা বিশ্বজুড়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করে তোলে। ভারতীয় ওষুধের শীর্ষ আমদানিকারকদের মধ্যে রয়েছে **আমেরিকা (USA), যুক্তরাজ্য (UK), ব্রাজিল, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ আফ্রিকা**।
- **কোভিড-১৯-এর সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: 'ভ্যাকসিন মৈত্রী'** (Vaccine Maitri) উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ১০০টিরও বেশি দেশে ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি ভ্যাকসিনের ডোজ সরবরাহ করেছে, যা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভারতের স্বাস্থ্য কূটনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

৩. **কৌশলগত গুরুত্ব** (Strategic Significance)

- **স্বাস্থ্য কূটনীতি বৃদ্ধি:** ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানি চিকিৎসা সহায়তার মাধ্যমে অংশীদার দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।
- **গ্লোবাল হেলথকেয়ার হাবের আকাঙ্ক্ষা:** ভারতকে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা এবং বায়োটেকনোলজি লিডার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যের জন্য একটি শক্তিশালী ফার্মা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **বৈশ্বিক সুনাম** (Global Reputation)

- **"গ্লোবাল সাউথের ফার্মেসি":** বহু উন্নয়নশীল দেশ সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে ভারতকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে।
- **বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রভাব:** ভারতীয় ওষুধের গুণমান এবং নিরাপত্তার সাথে বিশ্বজুড়ে মানুষের জনস্বাস্থ্যের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল সুরক্ষার মূল সমস্যা এবং কাশির সিরাপ সীমিত করার যৌক্তিকতা

১. **দূষিত কাঁচামাল** (Contaminated Raw Materials): ওষুধের উপাদানে **ইথিলিন গ্লাইকল** (EG) এবং **ডাইইথিলিন গ্লাইকল** (DEG)-এর মতো বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় এবং মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

২. **দুর্বল উৎপাদন অনুশীলন (Weak Manufacturing Practices): গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস (GMP)** সঠিকভাবে মেনে না চলা এবং খরচ কমানোর প্রবণতা ওষুধের গুণমান ও নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে।

৩. **অপর্যাপ্ত গুণমান পরীক্ষা (Inadequate Quality Testing):** কাঁচামাল এবং তৈরি পণ্য কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বাজারে দূষিত ওষুধ প্রবেশ করার সুযোগ পায়।

৪. **নিয়ন্ত্রক তদারকির ঘাটতি (Regulatory Oversight Deficit):** দুর্বল পরিদর্শন, নিয়মের শিথিল প্রয়োগ এবং জবাবদিহিতার অভাব ড্রাগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতাকে হ্রাস করে।

৫. **OTC কাশির সিরাপ থেকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি:** অনেক কাশির সিরাপে অ্যান্টিহিস্টামিন, ব্রঙ্কোডাইলেটর এবং ডিকনজেস্ট্যান্ট থাকে যা তন্দ্রাচ্ছন্নতা, কাঁপুনি এবং কার্ডিওভাসকুলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

৬. **অযৌক্তিক ব্যবহার এবং স্ব-চিকিৎসা:** প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক বিক্রি কাশির সিরাপের অপব্যবহার কমাতে পারে, স্ব-চিকিৎসাকে নিরুৎসাহিত করে এবং যোগ্য চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে বাধ্য করে।

ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রক কাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **দুর্বল নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা (Weak Regulatory Capacity):** ভারতের ড্রাগ রেগুলেটরি সিস্টেমে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে, যা ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিটগুলির কার্যকর পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারি সীমিত করে।

২. **খণ্ডিত শাসনব্যবস্থা (Fragmented Governance):** কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রক দায়িত্বের বিভাজন অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ এবং সমন্বয়ের ঘাটতি তৈরি করে।

৩. **অপর্যাপ্ত পরীক্ষাগার পরিকাঠামো (Inadequate Testing Infrastructure):** আধুনিক ও স্বীকৃত ল্যাবরেটরির ঘাটতি ওষুধের সময়োপযোগী এবং সঠিক গুণমান পরীক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে।

৪. **শিল্পের প্রতিরোধ (Industry Resistance):** উচ্চ কমপ্লায়েন্স খরচের উদ্বেগের কারণে কিছু নির্মাতা কঠোর গুণমান-নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করে।

৫. **দুর্বল প্রয়োগ (Poor Enforcement):** দুর্বল পরিদর্শন এবং মৃদু জরিমানা বা শাস্তির কারণে নিয়ম লঙ্ঘনকারীরা কোনো ভয় পায় না, ফলে আইন অমান্যের সংস্কৃতি বজায় থাকে।

৬. **ওটিসি সংস্কৃতির বিস্তার (Prevalence of OTC Culture):** ব্যাপক স্ব-চিকিৎসা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য ফার্মাসিস্টদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার এবং অপব্যবহার বাড়িয়ে তোলে।

দুর্বল ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রভাব (Implications of Weak Pharmaceutical Regulation)

A. অভ্যন্তরীণ প্রভাব (Domestic Implications)

১. **জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি:** নিম্নমানের বা দূষিত ওষুধের সরবরাহ মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, চিকিৎসার ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটি সামগ্রিক রোগের বোঝা বাড়ায়।

২. **জনবিশ্বাসের অবক্ষয়:** নিম্নমানের ওষুধের বারবার পুনরাবৃত্তি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি নাগরিকদের আস্থা দুর্বল করে।

৩. **অর্থনৈতিক ব্যয়:** ওষুধের সুরক্ষা ব্যর্থতার কারণে অতিরিক্ত চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি এবং পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এটি ফার্মা কোম্পানি এবং সরকারকে আইনি দায়বদ্ধতা ও ক্ষতিপূরণের মুখোমুখি করে।

B. **আন্তর্জাতিক প্রভাব** (International Implications)

৪. **ভারতের সুনামের ক্ষতি:** গুণমানের ঘাটতি "বিশ্বের ফার্মেসি" হিসেবে ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের দূষিত আই-ড্রপ (Eye-drop) সংকটের কারণে মৃত্যু এবং স্থায়ী দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঘটনা ঘটে, যার ফলে ইউ.এস. এফডিএ (U.S. FDA) সংশ্লিষ্ট ভারতীয় প্রস্তুতকারককে ইম্পোর্ট অ্যালার্টে রাখে, যা ভারতের নির্ভরযোগ্যতাকে বড় ধাক্কা দেয়।

৫. **ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানির ওপর হুমকি:** আমদানিকারক দেশগুলি ভারতীয় ওষুধের ওপর কঠোর গুণমান পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক বাধা বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে, যা রপ্তানি আয় এবং শিল্পের বৃদ্ধিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

৬. **বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্বেগ:** যেহেতু ভারতীয় ওষুধ বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা হয়, গুণমান ব্যর্থতা একাধিক দেশে জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করতে পারে, যা একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়।

বিভিন্ন কমিটি এবং নীতিমালার মূল সংস্কার সুপারিশসমূহ

১. **মাশেলকর কমিটি** (Mashelkar Committee - 2003): সমগ্র ভারতে অভিন্ন গুণমান নিশ্চিত করতে একটি পেশাদারভাবে পরিচালিত এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ড্রাগ রেগুলেটরি সিস্টেমের সুপারিশ করেছিল।

২. **রঞ্জিত রায় চৌধুরী বিশেষজ্ঞ কমিটি** (Ranjit Roy Chaudhury Expert Committee - 2013): ড্রাগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে CDSCO-এর জন্য আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন, স্বচ্ছতা এবং বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার পক্ষে সওয়াল করেছিল।

৩. **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি** (Parliamentary Standing Committee on Health - 59th Report, 2012): স্বার্থের সংঘাত দূর করে এবং নিয়ন্ত্রক তদারকি জোরদার করে ড্রাগ অনুমোদন প্রক্রিয়ার একটি ব্যাপক ওভারহলের আহ্বান জানিয়েছিল।

৪. **জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি** (National Health Policy - 2017): নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ নিশ্চিত করতে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, আধুনিক পরীক্ষার পরিকাঠামো এবং শক্তিশালী গুণমান আশ্বাসের ওপর জোর দিয়েছিল।

করণীয় বা পথনির্দেশ (Way Forward)

১. **গুণমান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা:** কাঁচামালের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা, উন্নত অ্যানালিটিক্যাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্বাধীন থার্ড-পার্টি অডিটের মাধ্যমে ওষুধ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর আগেই তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

২. **নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা বৃদ্ধি:** আরও বেশি ড্রাগ ইন্সপেক্টর নিয়োগ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ উন্নত করা এবং রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগগুলিকে শক্তিশালী করলে ফার্মা স্ট্যান্ডার্ডগুলির আরও কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হবে।

৩. **পরীক্ষা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ:** রাজ্যগুলিতে সুসজ্জিত পরীক্ষাগার স্থাপন এবং ডিজিটাল ব্যাচ-ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করলে গুণমান মূল্যায়নের গতি, সঠিকতা এবং ট্রেসেবিলিটি বৃদ্ধি পাবে।

৪. **কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা:** ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শন, আইন লঙ্ঘনের জন্য কঠোর জরিমানা এবং গুরুতর গাফিলতির ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা (Criminal liability) নির্ধারণ করলে তা অ-কমপ্লায়েন্সের বিরুদ্ধে একটি জোরালো প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

৫. **ফার্মাকোভিজিল্যান্স শক্তিশালী করা:** প্রতিকূল ড্রাগ প্রতিক্রিয়ার রিপোর্টিং সিস্টেম এবং রিয়েল-টাইম নজরদারি ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধের সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে এবং সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে।

৬. **নিয়ন্ত্রক সংস্কার সাধন:** CDSCO এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় এবং একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রক কাঠামো অভিন্ন মানদণ্ড এবং বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

৭. **ওষুধের দায়িত্বশীল ব্যবহার প্রচার:** স্ব-চিকিৎসার বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক অভিযান এবং প্রেসক্রিপশনের নিয়মের কঠোর প্রয়োগ ওষুধের যৌক্তিক ও নিরাপদ ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

- যে দেশ বিশ্বকে ওষুধ সরবরাহ করে, তার জন্য ওষুধের নিরাপত্তা কেবল একটি নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি কৌশলগত অনস্বীকার্য বিষয়। ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল সাফল্য কেবল সাশ্রয়ী মূল্য এবং স্কেলের ওপর নয়, বরং সমানভাবে গুণমান, বিশ্বাস এবং জবাবদিহিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

Q. India's status as the 'Pharmacy of the World' depends not only on affordable medicines but also on robust regulatory oversight. Discuss the challenges facing pharmaceutical regulation in India and the reforms required to address them. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. আরবিআই এবং এর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ভূমিকা

কেন এটি খবরে রয়েছে? (Why in News?)

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) **ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক** (ECF)-এর অধীনে অর্থবছর ২০২৫-২৬-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে **₹২.৮৭ lakh কোটি** টাকার একটি রেকর্ড **উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের** (Surplus Transfer) অনুমোদন দিয়েছে। যদিও এই হস্তান্তর সরকারি অর্থায়নকে শক্তিশালী করে, তবে এর অভূতপূর্ব মাত্রা আরবিআই-এর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ভূমিকা, **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা** (Central Bank Independence), আর্থিক-রাজস্ব সমন্বয় (Monetary-Fiscal Coordination) এবং **রাজস্ব ফেডারেলিজম** (Fiscal Federalism)-এর ওপর এর প্রভাব নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

ভূমিকা (Introduction)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে **আর্থিক ও মুদ্রাগত স্থিতিশীলতা** বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরবিআই-এর এই রেকর্ড উদ্বৃত্ত হস্তান্তর জনকল্যাণমূলক অর্থায়নে তার ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরে, যা বিকশিত আর্থিক-রাজস্ব সম্পর্ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

আরবিআই উদ্বৃত্ত বোঝা (Understanding RBI Surplus)

A. আরবিআই উদ্বৃত্ত কী?

আরবিআই তার আর্থিক ও মুদ্রাগত কার্যাবলী সম্পাদনের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে আয় তৈরি করে:

- **সরকারি সিকিউরিটিজের ওপর সুদ (Interest on Government Securities):** আরবিআই তার সম্পদ পোর্টফোলিওর অংশ হিসেবে রাখা সরকারি বন্ড থেকে নিয়মিত সুদ উপার্জন করে।
- **বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদের ওপর রিটার্ন (Returns on Foreign Currency Assets):** বিদেশী সরকারি সিকিউরিটিজ এবং বিভিন্ন আমানতে বিনিয়োগ থেকে নিয়মিত আয় তৈরি হয়।
- **বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন (Foreign Exchange Transactions):** বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচার মাধ্যমে আরবিআই ভালো মুনাফা অর্জন করে।
- **তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (Liquidity Management Operations):** রেপো (Repo) এবং রিভার্স রেপো (Reverse Repo) লেনদেনের মতো ব্যাংকিং কার্যক্রমগুলি আরবিআই-এর আয়ে অবদান রাখে।
- **স্বর্ণ এবং অন্যান্য সংরক্ষিত সম্পদে বিনিয়োগ (Investments in Gold and Other Reserve Assets):** সোনা এবং সংরক্ষিত সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি ও রিটার্ন আরবিআই-এর আয়ে যুক্ত হয়।

আকস্মিক রিজার্ভ (Contingency Reserves) এবং ঝুঁকির বাফারগুলির (Risk Buffers) জন্য নির্দিষ্ট তহবিল আলাদা করে রাখার পর, অবশিষ্ট নিট লাভ কেন্দ্রীয় সরকারকে আরবিআই উদ্বৃত্ত বা লভ্যাংশ (Dividend) হিসেবে হস্তান্তর করা হয়।

B. **ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক** (ECF)

বিমল জালান কমিটির (Bimal Jalan Committee) সুপারিশকৃত, ECF আরবিআই-এর মূলধন প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্বৃত্ত হস্তান্তর নির্ধারণের জন্য একটি নিয়ম-ভিত্তিক প্রক্রিয়া প্রদান করে।

- **ঝুঁকি প্রভিশনিং** (Risk Provisioning): আর্থিক, মুদ্রাগত এবং পরিচালনগত ঝুঁকি শোষণের জন্য আরবিআই-কে যে পরিমাণ মূলধন নিজস্ব তহবিলে ধরে রাখতে হবে তা এটি নির্দিষ্ট করে।
- **উদ্বৃত্ত বিতরণ** (Surplus Distribution): অতিরিক্ত মূলধন এবং লাভের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করে যা সরকারকে হস্তান্তর করা যেতে পারে।
- **আর্থিক স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্য** (Financial Stability Objective): নিশ্চিত করে যে উদ্বৃত্ত হস্তান্তর যেন কোনোভাবেই আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিটের শক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে আপস না করে।
- **স্বচ্ছতা এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা** (Transparency and Predictability): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের সাথে সরকারের রাজস্ব চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি কাঠামোগত রূপরেখা প্রদান করে।

আরবিআই-এর রাজস্ব ভূমিকায় কাঠামোগত পরিবর্তন এবং কেন উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে

A. **আরবিআই-এর রাজস্ব ভূমিকায় কাঠামোগত পরিবর্তন**

১. **ঐতিহ্যগতভাবে, সরকারগুলি যেভাবে ব্যয় নির্বাহ করে:**

- **করের মাধ্যমে** (Taxation): ব্যক্তি ও ব্যবসার কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজস্ব সরকারি অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস গঠন করে।
- **ঋণ গ্রহণ** (Borrowing): সরকারগুলি বাজার থেকে বন্ড বা ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে, যা ভবিষ্যতে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।
- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** (Economic Growth): উচ্চতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কর সংগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সময়ের সাথে সাথে সরকারের রাজস্ব ক্ষমতা প্রসারিত করে।

২. **রাজস্ব ক্ষেত্রের একটি উদীয়মান উৎস হিসেবে আরবিআই হস্তান্তর**

- **কোনো অতিরিক্ত করের বোঝা নেই** (No Additional Tax Burden): উদ্বৃত্ত হস্তান্তর নাগরিকদের ওপর নতুন কোনো কর আরোপ না করেই অতিরিক্ত সম্পদ প্রদান করে।
- **সরকারি ঋণ বৃদ্ধি পায় না** (No Increase in Public Debt): এগুলি অতিরিক্ত সরকারি ঋণের প্রয়োজন ছাড়াই বড় রাজস্ব তৈরি করে।
- **তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল নয়** (Independent of Immediate Economic Growth): তাৎক্ষণিক উৎপাদন বা অর্থনৈতিক আউটপুট বৃদ্ধি ছাড়াই নতুন রাজস্ব সম্পদ তৈরি হয়।
- **রাজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি করে** (Enhances Fiscal Capacity): এই ধরনের বৃহৎ হস্তান্তরগুলি সরকারকে কল্যাণমূলক কাজ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং **রাজস্ব সুসংহতকরণের** (Fiscal Consolidation) জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ দেয়।

৩. **কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রমাণ**

- **আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিটের দ্রুত সম্প্রসারণ** (Rapid Expansion of RBI's Balance Sheet): আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিট ২০%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় **₹৯২ lakh কোটি** টাকায় পৌঁছেছে, যা এর আয় উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

- **আর্থিক কার্যক্রম থেকে উচ্চতর আয় (Higher Earnings from Financial Operations):** বৈদেশিক সম্পদ ধারণ, রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং সুদের আয় বৃদ্ধি আরবিআই-এর মোট আয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।
- **উদ্বৃত্ত হস্তান্তরে তীব্র বৃদ্ধি (Sharp Rise in Surplus Transfers):** বার্ষিক হস্তান্তর যা সাধারণত আগে ₹৩০,০০০–৬৫,০০০ কোটির মধ্যে থাকত, তা অর্থবছর ২৬-এ রেকর্ড **₹২.৮৭ lakh কোটি** টাকায় পৌঁছেছে।
- **ক্রমবর্ধমান রাজস্ব তাৎপর্য (Growing Fiscal Significance):** এই হস্তান্তরের আকার এখন ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের সমতুল্য, যা সরকারি অর্থায়নে আরবিআই-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে নির্দেশ করে।
- **ঘনিষ্ঠ আর্থিক-রাজস্ব যোগসূত্র (Closer Monetary-Fiscal Linkages):** আরবিআই-এর রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক কার্যক্রমগুলি তাদের ঐতিহ্যগত আর্থিক উদ্দেশ্যগুলির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব ফলাফলের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছে।

B. **উদ্বৃত্ত কেন বৃদ্ধি পেয়েছে? (Why Has the Surplus Increased?)**

- **১. বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থেকে উচ্চতর আয়:** আরবিআই বিদেশী সরকারি বন্ড এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ থেকে বিপুল সুদ উপার্জন করে। এর পাশাপাশি রিজার্ভ সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি (Valuation Gains) উচ্চতর আয়ে অবদান রাখে এবং ভারতের বিশাল ফোরেক্স রিজার্ভ বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য আয় তৈরি করে।
- **২. সক্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা:** টাকার উদ্বায়ীতা (Rupee Volatility) নিয়ন্ত্রণ করতে আরবিআই-এর মুদ্রা বাজারে নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা ভালো লাভ তৈরি করতে পারে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দক্ষ ব্যবহার সামগ্রিক রিটার্ন বৃদ্ধি করে।
- **৩. রিজার্ভ পুনর্ভারসাম্যকরণ (Reserve Rebalancing):** স্বর্ণ রিজার্ভের একটি অংশের কৌশলগত বিক্রয় আরবিআই-এর জন্য বড় লাভ তৈরি করেছে। বৈদেশিক সম্পদে বর্ধিত বিনিয়োগ এবং তারল্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি রিটার্ন সর্বাধিক করতে রিজার্ভের পুনর্ভারসাম্যকরণ সম্পদ বরাদ্দে সাহায্য করেছে।
- **৪. ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী সুদের হার:** বিশ্বব্যাপী সুদের হার বৃদ্ধির ফলে আরবিআই-এর কাছে থাকা বিদেশী সরকারি বন্ড এবং সিকিউরিটিজ থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি সুদের আয় (Improved Yield) তৈরি করেছে।
- **৫. আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিটের সম্প্রসারণ:** আরবিআই-এর সামগ্রিক ব্যালেন্স শিট এবং মোট সম্পদ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে, যা এর আয়-উৎপাদনকারী সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়েছে। একটি বৃহত্তর সম্পদ ভিত্তি স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ থেকে উচ্চতর আয়ের দিকে পরিচালিত করেছে।

রেকর্ড আরবিআই উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের তাৎপর্য (Significance)

1. **সরকারি অর্থায়নকে শক্তিশালী করে:** এই বিশাল উদ্বৃত্ত হস্তান্তর উল্লেখযোগ্য অ-কর রাজস্ব (Non-tax Revenue) প্রদান করে, যা সরকারের রাজস্ব ঘাটতির চাপ কমাতে, উন্নয়নমূলক ব্যয় অর্থায়ন করতে এবং অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ সীমিত করতে সহায়তা করে।
2. **রাজস্ব স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে:** অতিরিক্ত রাজস্ব সম্পদ নতুন কোনো কর আরোপ বা সরকারি ঋণ বৃদ্ধি না করেই সরকারের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে উন্নত করে।
3. **কার্যকর রিজার্ভ ব্যবস্থাপনাকে প্রতিফলিত করে:** এই রেকর্ড উদ্বৃত্ত ফোরেক্স রিজার্ভ, স্বর্ণ মজুদ এবং বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনায় আরবিআই-এর উচ্চমানের দক্ষ ব্যবস্থাপনাকে তুলে ধরেন।

4. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সমর্থন করে:** সরকারের কম ঋণের প্রয়োজনীয়তা বন্ড মার্কেটের ওপর চাপ কমাতে পারে, সুদের হার মডারেট করতে পারে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে (Private Investment) উৎসাহিত করতে পারে।
5. **প্রাতিষ্ঠানিক strength বা শক্তি প্রদর্শন করে:** এই হস্তান্তরটি সম্পূর্ণরূপে ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে করা হয়েছে, যা উদ্বৃত্ত বিতরণের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ এবং নিয়ম-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ (Challenges and Concerns)

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি:** আরবিআই-এর লাভের ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা ভবিষ্যতে আরও বড় হস্তান্তরের জন্য পরোক্ষ চাপ তৈরি করতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে আরবিআই-এর পরিচালনগত স্বায়ত্তশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দূরত্বকে হ্রাস করতে পারে।

২. **আরবিআই-এর ফিসকালাইজেশন (Fiscalisation):** আরবিআই-এর আয়ের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব গুরুত্ব তার নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি অর্থায়নের মধ্যকার ঐতিহ্যগত পার্থক্যকে অস্পষ্ট করার ঝুঁকি তৈরি করে।

৩. **অ-কর রাজস্বের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা:** আরবিআই উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে কর সংস্কার, রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের নিজস্ব উৎসাহকে দুর্বল করতে পারে।

৪. **রাজস্ব ফেডারেলিজম নিয়ে উদ্বেগ:** যেহেতু আরবিআই উদ্বৃত্তকে অ-কর রাজস্ব হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি বিভাজ্য পুল (Divisible Pool) থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই রাজ্যগুলি তাদের বিশাল ব্যয়ের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও এই অর্থের কোনো অংশ পায় না।

৫. **রাজস্ব কেন্দ্রীয়করণ (Fiscal Centralisation):** আরবিআই হস্তান্তরের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা, সেই সাথে রাজ্যগুলির ওপর সেস (cess), সারচার্জ (surcharge) এবং ঋণ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

৬. **শক শোষণের ক্ষমতা হ্রাস:** বড় উদ্বৃত্ত হস্তান্তর আরবিআই-এর নিজস্ব আর্থিক বাফারগুলিকে হ্রাস করতে পারে, যা ভবিষ্যতের কোনো বৈশ্বিক সংকট, বিনিময় হারের ধাক্কা এবং আকস্মিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা পরিচালনা করার ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে।

করণীয় বা এগিয়ে যাওয়ার পথ (Way Forward)

1. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা রক্ষা করা:** আরবিআই-এর স্বায়ত্তশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করার জন্য আর্থিক নীতি এবং রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা রাজস্ব বা রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে মুক্ত রাখা উচিত।
2. **ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্কের কঠোর আনুগত্য:** উদ্বৃত্ত হস্তান্তর স্বল্পমেয়াদী রাজস্ব চাহিদার পরিবর্তে সর্বদা স্বচ্ছ, নিয়ম-ভিত্তিক মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত হওয়া অব্যাহত রাখা উচিত।
3. **স্বচ্ছতা জোরদার করা:** রিজার্ভের পর্যাপ্ততা, মূলধন বাফার এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতির নিয়মিত প্রকাশ প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়াতে পারে।
4. **পর্যাপ্ত আকস্মিক বাফার বজায় রাখা:** ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং বাহ্যিক খাতের ধাক্কাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য আরবিআই-কে অবশ্যই পর্যাপ্ত আর্থিক রিজার্ভ (Contingency Buffers) ধরে রাখতে হবে।
5. **রাজস্ব ফেডারেল উদ্বেগগুলি পুনর্বিবেচনা করা:** নীতিনির্ধারকদের উচিত রাজ্যগুলির সাথে কেন্দ্রের আর্থিক সম্পর্কের ওপর এই বড় অ-অংশীদারিত্বমূলক আরবিআই হস্তান্তরের সুদূরপ্রসারী প্রভাবগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করা।

6. **টেকসই রাজস্ব সুসংহতকরণ প্রচার করা:** দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব স্বাস্থ্য আরবিআই লভ্যাংশের ওপর নির্ভর করার চেয়ে শক্তিশালী কর রাজস্ব, উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দক্ষ সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত।

উপসংহার (Conclusion)

একটি শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য রাজস্বের দিক থেকে দায়িত্বশীল সরকার এবং একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক উভয়ই প্রয়োজন; দীর্ঘমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের (Cooperative Federalism) জন্য এই দুটির মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

Q. The RBI's record surplus transfer reflects an evolving role of the central bank beyond monetary management. Examine the factors responsible for the rise in RBI's surplus and its implications for the Indian economy. 15 Marks

2.2. পরিবেশ

2.2.1. কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়: দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েই ভারত তার বনভূমি রক্ষা করতে পারে

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি 'নেচার সাসটেইনেবিলিটি' (Nature Sustainability) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে—যেসব বনে জীবিকার ভালো সুযোগ রয়েছে এবং বনের সম্পদের ওপর মানুষের নির্ভরতা কম, সেখানে **জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)** অনেক বেশি থাকে। এই ফলাফলটি প্রচলিত বা পুরোনো এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে—বন সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দুটি পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য। বরং এটি দেখায় যে, টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় এই দুটি লক্ষ্য একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ভূমিকা

ঐতিহ্যগতভাবে বন সংরক্ষণকে সর্বদা **"ফোর্টেস কনজারভেশন" (Fortress Conservation - দুর্গ বা প্রাচীর ঘেরা সংরক্ষণ)** মডেলের মাধ্যমে দেখা হতো, যেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে বন রক্ষা করার চেষ্টা করা হতো। তবে নতুন বিভিন্ন প্রমাণ ইঙ্গিত করছে যে, **দারিদ্র্য দূরীকরণ** এবং **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ** আসলে একে অপরকে শক্তিশালী করার দুটি পরিপূরক লক্ষ্য।

গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ

১. দারিদ্র্য এবং জীববৈচিত্র্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত

- যেসব বনে দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি, সেখানে গাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য কম দেখা গেছে।
- জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং বনের সম্পদ অতিরিক্ত মাত্রায় আহরণের ফলে বনের ওপর **পরিবেশগত চাপ** অনেক বৃদ্ধি পায়।

২. বিকল্প জীবিকা বনের স্বাস্থ্য উন্নত করে

- যেসব সম্প্রদায়ের কৃষি এবং অরণ্য-বহির্ভূত আয়ের ভালো উৎস রয়েছে, তাদের আশেপাশের বনগুলি অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় এবং সহনশীল।
- বনের সম্পদের ওপর নির্ভরতা কমলে **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি** উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

৩. **মানব-অধ্যুষিত এলাকাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম**

- বন সংরক্ষণের সাফল্য কেবল সরকারি সুরক্ষিত এলাকার (Protected Areas) ওপর নির্ভর করে না, বরং সুরক্ষিত অঞ্চলের বাইরের বনের ওপরও নির্ভর করে।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় **কমিউনিটি-পরিচালিত বন বা স্থানীয় জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকা বনগুলি** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **বন্যপ্রাণী করিডোরের ওপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন**

- জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করিডোরগুলি সুরক্ষিত অঞ্চলগুলির মধ্যে **পরিবেশগত সংযোগ** উন্নত করে।
- এগুলি বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচলের সুবিধা দেয় এবং সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৫. **দারিদ্র্য মূল কারণ নয়, সুযোগের অভাবই আসল সমস্যা**

- জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি তখনই ঘটে যখন স্থানীয় মানুষের কাছে জীবিকার বিকল্প সুযোগ সীমিত থাকে এবং বেঁচে থাকার জন্য তারা বনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক বনাম কমিউনিটি-কেন্দ্রিক সংরক্ষণ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তুলনার ভিত্তি	কমিউনিটি-ভিত্তিক সংরক্ষণ (Community-Based Conservation)	কমিউনিটি-কেন্দ্রিক সংরক্ষণ (Community-Centred Conservation)
মূল ফোকাস	**বন সংরক্ষণই** মূল লক্ষ্য, এবং এটি অর্জনের জন্য স্থানীয় জনগণকে অংশীদার করা হয়।	**স্থানীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও জীবিকাই** শুরুর মূল বিন্দু, এবং এর সহ-সুবিধা (Co-benefit) হিসেবে বন সংরক্ষণ সফল হয়।
জনগণের ভূমিকা	সরকার বা এনজিও (NGO) দ্বারা তৈরি করা সংরক্ষণ কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষ **অংশীদার বা অংশীজন** হিসেবে কাজ করে।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনার মূল কেন্দ্রে **স্থানীয় জনগণকে** রাখা হয়।
পদ্ধতি	"স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ।"	"স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ।"
উদাহরণ	**যৌথ বন ব্যবস্থাপনা (JFM)**, হর্নবিল (ধনেশ পাখি) বাসা দত্তক নেওয়ার কর্মসূচি।	**স্নো লেপার্ড কনজারভেন্সি**, কমিউনিটি-পরিচালিত পরিবেশ-পর্যটন (Ecotourism), জীবিকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ মডেল।

কমিউনিটি বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বন সংরক্ষণের তাৎপর্য

১. **স্থানীয় জনগণ যখন সংরক্ষণের অংশীদার:** স্থানীয় মানুষ প্রতিদিন বনের সাথে জীবনযাপন করে এবং বনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের সাথে তাদের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত থাকে। তাদের বনের 'দখলদার' না ভেবে **সংরক্ষণের অংশীদার** হিসেবে বিবেচনা করলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং বনের নিরাপত্তা অনেক বৃদ্ধি পায়।

২. **জীবিকার নিরাপত্তা বনের ওপর চাপ কমায়:** কৃষি, পরিবেশ-পর্যটন এবং অকৃষি খাতে বিকল্প জীবিকার সুযোগ থাকলে জ্বালানি কাঠ ও বনের সম্পদ আহরণের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমে। এটি পরিবেশগত চাপ হ্রাস করে এবং বনকে স্বাভাবিক নিয়মে পুনরুজ্জীবিত হতে সাহায্য করে।

৩. **অংশগ্রহণমূলক বন প্রশাসন:** বনের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করলে জবাবদিহিতা বাড়ে এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এটি স্থানীয় চাহিদার সাথে বন সংরক্ষণের লক্ষ্যকে মিলিয়ে দিয়ে **টেকসই ব্যবহারের** প্রসার ঘটায়।

৪. **ঐতিহ্যগত পরিবেশগত জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার:** আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র এবং টেকসই সম্পদ ব্যবহারের কয়েক প্রজন্মের **ঐতিহ্যগত জ্ঞান** রয়েছে। এই জ্ঞানকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে যুক্ত করলে সংরক্ষণ কৌশল আরও শক্তিশালী হয়।

৫. **অন্তর্ভুক্তিমূলক সংরক্ষণ স্থায়িত্ব বাড়ায়:** সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যখন স্থানীয় মানুষ প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা পায়, তখন তারা বেশি উৎসাহিত হয়। এই অংশীদারিত্ব দীর্ঘমেয়াদে বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বড় অনুপ্রেরণা তৈরি করে।

কমিউনিটি বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বন সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **বন সম্পদের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা:** বহু গ্রামীণ ও আদিবাসী সম্প্রদায় জ্বালানি কাঠ, পশুখাদ্য, গৌণ বনজ সম্পদ (Minor Forest Produce) এবং উপার্জনের জন্য বনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই অনবরত নির্ভরতা অনেক সময় বনের সম্পদের অতিরিক্ত শোষণ ও পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়।

২. **ফোর্টেস কনজারভেশনের সীমাবদ্ধতা:** ঐতিহ্যগত 'বর্জন নীতি' বা মানুষকে দূরে রাখার পদ্ধতি সংরক্ষণের নামে বনের ওপর স্থানীয় মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। এ ধরনের পদক্ষেপ সংঘাত তৈরি করে, স্থানীয় মানুষের সমর্থন কমিয়ে দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।

৩. **পর্যাপ্ত বিকল্প জীবিকার অভাব:** কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর সীমিত সুযোগের কারণে মানুষ জীবনধারণের জন্য বনের সম্পদ সংগ্রহের ওপর বাধ্য হয়ে নির্ভর করে। এর ফলে বন ও জীববৈচিত্র্যের ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

৪. **বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা:** সংরক্ষণ কর্মসূচিগুলি প্রায়শই অপর্যাপ্ত তহবিল, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অসংগত নীতিগত সহায়তার সমস্যায় ভোগে। এছাড়া, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের স্তরের ভিন্নতাও এর কার্যকারিতাকে সীমিত করে দেয়।

৫. **সুবিধার অসম বণ্টন:** প্রধান অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও, পরিবেশ-পর্যটন বা অন্যান্য সংরক্ষণ উদ্যোগ থেকে অর্জিত আয়ের খুব সামান্য অংশই স্থানীয় মানুষের কাছে পৌঁছায়। এটি সংরক্ষণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উৎসাহ কমিয়ে দেয়।

৬. **খণ্ডিত নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি:** বন সংরক্ষণ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি প্রায়শই একে অপরের সাথে সমন্বয় ছাড়াই আলাদাভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই **খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি** নীতির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় এবং আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলিকে সামগ্রিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়।

সফল কমিউনিটি সংরক্ষণের কয়েকটি মডেল

১. **স্নো লেপার্ড কনজারভেন্সি (লাদাখ):** স্থানীয় জনগণের দ্বারা পরিচালিত হোমস্টে (Homestays) এবং গবাদি পশুর বিমা কর্মসূচি মানুষ ও বন্যপ্রাণের মধ্যকার সংঘাত অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এখানে সংরক্ষণকে সরাসরি স্থানীয় আয়ের উৎসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

২. **ম্যানগ্রোভ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (মহারাষ্ট্র):** স্থানীয় মানুষ সরাসরি ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষায় অংশ নেয়, যা মৎস্য চাষ, পরিবেশ-পর্যটন এবং টেকসই জলজ চাষে (Aquaculture) সহায়তা করছে।

৩. **হর্নবিল নেস্ট অ্যাডপশন প্রোগ্রাম (অরুণাচল প্রদেশ):** এখানকার প্রাক্তন শিকারিদেরই এখন পাখির বাসার রক্ষক এবং বনের টহলদার হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। এই কমিউনিটি মালিকানার ফলে হর্নবিল (ধনেশ পাখি) সংরক্ষণ ব্যাপক সফল হয়েছে।

৪. **সুরক্ষিত অঞ্চলের আশেপাশে এলপিজি (LPG) ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উদ্যোগ:** ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সংযোগ এবং উন্নত রান্নার চুল্লি দেওয়ার ফলে জ্বালানি কাঠের জন্য বনের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমেছে, যা বনের ওপর মানুষের চাপ হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

কমিউনিটি সংরক্ষণের আগামী দিনের পথ

১. **টেকসই জীবিকার প্রসার:** কৃষি-বনায়ন (Agroforestry), পরিবেশ-পর্যটন, অকাষ্ঠ বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং গ্রামীণ এন্টারপ্রাইজ বা ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে বনের ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব, যা একই সাথে স্থানীয় মানুষের আয় বৃদ্ধি করবে।

২. **কমিউনিটি বন প্রশাসনকে শক্তিশালী করা:** বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি বন সংরক্ষণের ফলাফল অনেক ভালো হবে।

৩. **পরিচ্ছন্ন জ্বালানির পরিধি বাড়ানো:** এলপিজি, পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি এবং নবায়নযোগ্য বা গ্রিন এনার্জির বিকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং বনের অবক্ষয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

৪. **সুবিধা বণ্টনের ব্যবস্থার উন্নয়ন:** পর্যটন এবং বন সংরক্ষণ থেকে অর্জিত আয়ের একটি ন্যায্য অংশ যাতে স্থানীয় মানুষ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আরও শক্তিশালী প্রেরণা তৈরি করবে।

৫. **বন্যপ্রাণী করিডোরকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডোরগুলি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করলে পরিবেশগত সংযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আশেপাশের এলাকার মানুষের জীবিকার সুযোগও উন্নত হবে।

৬. **অন্তর্ভুক্তিমূলক সংরক্ষণের দিকে এগিয়ে যাওয়া:** মানুষকে বাদ দিয়ে বন সংরক্ষণ করার পুরোনো পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে **মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মডেলের** দিকে যেতে হবে, যেখানে স্থানীয় মানুষের কল্যাণ এবং দীর্ঘমেয়াদি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একসাথে হাত ধরাধরি করে চলবে।

উপসংহার

এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে, **দারিদ্র্য দূরীকরণ** এবং **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ** আসলে একে অপরকে সাহায্য করার দুটি বড় মাধ্যম। ভারতের মতো দেশের জন্য টেকসই বন সংরক্ষণ পুরোপুরি নির্ভর করবে স্থানীয় মানুষের জীবিকার উন্নয়ন, তাদের ক্ষমতায়ন এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর—যার মূল কথা হলো: **মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, বরং মানুষকে সাথে নিয়েই বন রক্ষা করতে হবে।**

Q. Conservation and poverty alleviation are increasingly viewed as complementary rather than competing objectives. In this context, examine the role of community conservation in achieving sustainable forest management in India. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video